তারিখ 14 JUL 2009
পৃষ্ঠা ২

প্রথম আলো

রাজধানীর শেখ বোরহানুদ্দীন কলেজ

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষকে সরিয়ে দিতে বহিরাগতদের নেতৃত্বে তাণ্ডব

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

রাজধানীর নাজিমউদ্দিন সড়কে অবস্থিত শেখ বোরহানুদ্দীন কলেজে গতকাল শনিবার দুপুরে বহিরাগতদের নেতৃত্বে কিছু ছাত্র উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করেছে। তারা কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কামরুন্নাহারকে অপসারণ করে তাদের পছন্দের শিক্ষক আব্দুর রহমানকে নিয়োগ দেওয়ার দাবি জানায়। এ ঘটনায় কলেজের কয়েকজন শিক্ষকের ইন্ধন রয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার যুবলীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ মিজানুর রহমানকে বোরহানুদ্দীন কলেজের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আর চেয়ারম্যান পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বিএনপির সমর্থক বলে পরিচিত ও পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক আশরাফুল হুদাকে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কাজী শহীদুল্লাহ গত বৃহস্পতিবার পরিচালনা কমিটির নতুন চেয়ারম্যান ও একজন সদস্যকে নিয়োগ দেন। এর এক দিন পর গতকাল শনিবার চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোষাধ্যক্ষ কার্যালয়ে কলেজ পরিচালনা কমিটির সভা ডাকেন।

সূত্র জানায়, ওই সভায় এক সপ্তাহের মধ্যে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে নিয়মিত অধ্যক্ষ নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়। এর কিছুক্ষণ পর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কলেজে গেলে আগে থেকে অবস্থান নিয়ে থাকা বহিরাগত ও কিছু ছাত্র ব্যাপক হট্টগোল শুরু করে। তারা ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষর ছবি নামিয়ে তাতে জুতার বাড়ি মারে এবং ছবিটির ওপর কাদা লেপে দেয়। এ সময় ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষকে অশ্লীল ভাষায় গালাগাল করা হয়। কলেজটি রাজনীতিমুক্ত হলেও মিছিলকারীরা নিজেদের যুবলীগ ও ছাত্রলীগের কর্মী বলে পরিচয় দেয়।

জানা যায়, ২০০৩ সালে অভিজ্ঞতার সনদ জালিয়াতি করে দায়িত্ব নেওয়ার অভিযোগে ওই কলেজের অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদকে অপসারণ করা হয়। এরপর তিনি আইনের আশ্রয় নেন এবং তখন থেকে মামলা-পাল্টা মামলা চলে আসছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশে কলেজ পরিচালনা পরিষদ নিয়মিত অধ্যক্ষ নিয়োগের চেষ্টা করলেও কাজী ফারুক আহমেদ রিট আবেদন করায় তা বন্ধ রয়েছে। সম্প্রতি কাজী ফারুক আহমেদ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ পাওয়ার পর চাকরিচ্যুত অন্যান্য শিক্ষক-কর্মচারী নড়েচড়ে বসেছেন।

এদিকে কাজী ফারুক আহমেদকে চাকরিচ্যুত করার পর বেশ কয়েকজন জ্যেষ্ঠ শিক্ষককে ডিঙিয়ে কামরুন্নাহারকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ দেয় পরিচালনা কমিটি। এই নিয়োগ শিক্ষকদের একটি অংশ মেনে নিতে পারেনি। ছয় বছর ধরে টানাপোড়েনের মধ্যে কামরুন্নাহার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। সাম্প্রতিক সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতি ও প্রশাসনিক অনিয়মের অভিযোগ ওঠে।

এ সম্পর্কে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কামরুন্নাহার বলেন, ২০০৩ সালে দায়িত্ব নেওয়ার সময় কলেজের তহবিলে এক কোটিরও কম টাকা ছিল। এখন ওই তহবিল ১৫ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, দুর্নীতির অভিযোগ হচ্ছে কাউকে ঘায়েল করার মোক্ষম হাতিয়ার এবং সেই হাতিয়ার তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলেজের একজন শিক্ষক জানান, বিদ্যমান সংকটের মূল কারণ কলেজের তহবিল। এই তহবিলকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের রাজনীতি চলছে।

গতকালের ঘটনা সম্পর্কে নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান বলেন, নিরপেক্ষতার সঙ্গে তিনি দায়িত্ব পালন করবেন। তবে কলেজ চত্বরের অপ্রীতিকর ঘটনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বসে তাঁর পক্ষে সমাধান করা সম্ভব নয়। এক প্রশ্নের জবাবে চেয়ারম্যান বলেন, যুবলীগের রাজনীতির সঙ্গে এখন আর তিনি জড়িত নন এবং কারও পক্ষ হয়ে তিনি কাজ করেননি, কখনো করবেন না।

জানা যায়, অধ্যক্ষ ইস্যুকে কেন্দ্র করে কলেজটিতে এখন অস্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করছে। চাকরিচ্যুত কয়েকজন শিক্ষক ও কর্মচারী কলেজে তাঁদের অবস্থান ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছেন। গতকালই একজন কর্মচারী কলেজের হিসাব শাখায় বসতে শুরু করেছেন।

তবে চাকরিচ্যুত কয়েকজন শিক্ষক জানিয়েছেন, বিএনপির সমর্থক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এত দিন তাঁদের আর্থিক ও মানসিক ক্ষতি করেছেন। এ ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে।

ঘটনা সম্পর্কে কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সালাহউদ্দিন খান জানান, নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে অধ্যক্ষ নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর এ ধরনের ঘটনা দুঃখজনক। এর সঙ্গে চাকরিচ্যুত বা বরখাস্ত কয়েকজন শিক্ষকের সম্পর্ক রয়েছে।